দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে মিলন বিশ্বাস

বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভাগ্য বদলের স্বপ্ন নিয়ে প্রতিনিয়তই দেশের যুবকেরা বৈধ-অবৈধ পথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমান। সরকার বারবার বিভিন্ন মাধ্যমে বৈধ পথে বিদেশ যেতে উৎসাহিত করলেও একশ্রেণীর দালালদের খপ্পরে পড়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে স্বপ্নের দেশে যেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ পাড়ি জমান তরুণরা।

ভাগ্য সহায় হলে বিভিন্ন দেশের কাঁটাতার ফাঁকি দিয়ে পৌঁছাতে পারেন স্বপ্নের দেশে। আর কারো ভাগ্য সহায় না হলে লাশ ফিরে আসে দেশে, কেউবা ফেরে নিঃস্ব হয়ে। এমনই এক ভুক্তভোগী মিলন বিশ্বাস। উন্নত জীবন যাপনের আশায় মানব পাচারকারী মাফিয়া গ্রুপের প্রলোভনে পড়ে নিজের শেষ সম্বল টুকু দালালের হাতে তুলে দিয়ে পথে পথে ঘুরছে মিলন বিশ্বাস (৪৫) নামের এক ভুক্তভোগী। মিলন বিশ্বাস মেহেরপুর সদরের বারাদী গ্রামের বাসিন্দা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন খাদিমপুর গ্রামের আলাউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

জানা যায়, গত ২০২৩ সালে সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের চান্দালীর ছেলে উজ্জ্বল নামের এক দালালের সাথে কথা হয় মিলন বিশ্বাসের। পানি পথে লিবিয়া থেকে ইতালি নিয়ে যাবে এবং মোটা অংকের বেতনের স্বপ্ন দেখায়। দালালের কথাতে মন গলে তার, উন্নত ভবিষ্যৎ কে না চাই? এক পর্যায়ে দালালের কথায় রাজি হয়ে চুক্তিবদ্ধ হয় দুজনে। ১৫ দিনের মধ্যে লিবিয়া থেকেই ইতালি নিয়ে যাবে এই মর্মে ১০ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। পরবর্তী সময়ে মাফিয়াদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে দিল্লি হয়ে দুবাই যান মিলন বিশ্বাস, সেখান থেকে পৌঁছায় লিবিয়ার তব্রুক শহরের এক গেম ঘরে। ওখানে পৌঁছানোর পরেই ১০ লাখ টাকা শোধ করে নেয় উজ্জ্বল । আর এভাবেই সেখানে গিয়ে দেখা মেলে মেহেরপুর সদরের কলাডাঙ্গা গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে রুবেল, হান্নানের ছেলে সোহাগ, হাকিমের ছেলে হাসিব, রুহুলের ছেলে হোসাইন সহ বাংলাদেশ থেকে যাওয়া প্রায় ২০০ জনের সাথে। সকলে একই পথের যাত্রী। সকলেই পানিপথে ইতালি যাবে সেই আশায় সহায় সম্বল বিক্রি করে টাকা দেয় দালালদের হাতে। লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর শুরু হয় দালালদের তালবাহানা। ১৫ দিনের কথা বলে সেখানে নিয়ে গেলেও

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী ও জাতীয় প্রবাসী দিবস পালন

প্রবাসীর অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, আমাদের সবার এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, মেলা উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার(১৮ ডিসেম্বর) সকাল দশটার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আয়োজনে মেহেরপুর সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকেই এ র্যালিটি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। এরপরে সেখানে মেলার উদ্বোধন করা হয়।



জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ সভাপতিত্বে আলোচনা সভা উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) গাজী মূয়ীদুর রহমান, সহকারী কমিশনার মোঃ আবীর হোসেন, মেহেরপুরে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর অধ্যক্ষ মোঃ আরিফ হোসেন তালুকদার, পুলিশ পরিদর্শক মোঃ বজলুর রহমান, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জেএম সিরাজুম মূনীর, জেলা

তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন,মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপক মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।

সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টির সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টিটিসি‘র ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার ট্রেড) মোঃ আল-আমিন হোসেন, ইন্সট্রাক্টর (সিভিল কন্সট্রাকশন) শিখা খানম, ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) মোঃ সোহেল রানা, ইন্সট্রাক্টর (গার্মেন্টস) আনিছুর রহমান, ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স) মোঃ মাসুদ পারভেজ, ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর (তাত্ত্বিক) ফাতিহা ফিজা, ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর (ব্যবহারিক) মোঃ মনিরুজ্জামান, ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর (ব্যবহারিক) মোঃ ফারুক হোসেন,মোঃ মনির হোসেন, মোঃ শিহাব উদ্দিন, মোঃ খাইরুল ইসলাম, ইমরান খান, প্রমুখ।

ঝিনাইদহের প্রবাসীকে বিয়ে করে অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

কিশোর সন্তানের তথ্য গোপন করে ঝিনাইদহের এক প্রবাসীকে বিয়ে করে বিভিন্ন তাল-বাহানায় অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজশাহীর নাছরীন নামের এক নারীর বিরুদ্ধে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানার মেহেরচন্ডী উত্তর পাড়ার মোঃ মুনছুর আলীর মেয়ে, মোবাইলে প্রেমের সম্পর্ক ধরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পুটিয় গ্রামের মোঃ আয়ুব আলীর ছেলে লিটনের বাড়িতে আসেন। লিটন মালয়েশিয়া প্রবাসী। দীর্ঘদিন মোবাইলে সম্পর্কের জের ধরেই বিয়ের সিদ্ধান্ত হলে নাছরীন লিটনের বাড়িতে আসেন। লিটন মালয়েশিয়াতে থাকায় স্থানীয় কাজি ডেকে মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে হয় তাদের। এরপর থেকে বিভিন্ন বায়না ধরে লিটনের কাছ থেকে টাকা ও সোনার গয়না নিতে থাকে নাছরীন। এভাবে লিটনের কাছ থেকে সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ প্রায়

অর্ধকোটি টাকা আত্মসাৎ করে নাছরীন।

প্রবাসী লিটন জানান, এই টাকা দিয়ে রাজশাহীতে একটি ফ্লাট বাড়িও করেছেন নাছরীন। এছাড়াও সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছি তাকে। মোবাইলে যখন সম্পর্ক হয় তখন নাছরীন নিজেকে এতিম ও অসহায় বলে পরিচয় দিয়েছিল আমাকে। যে কারণে নাছরীনের কোন কিছুতেই অপুরণ রাখিনি। যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছি আমি। কিন্তু আমি মালয়েশিয়া থেকে বাড়িতে আসার পর নাছরীনের কিছু কিছু কাজে আমার সন্দেহ হতে থাকে। রাজশাহী তার বাবার বাড়ি বেড়াতে যেতে চাইলে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যেতে চাইতো না। এছাড়াও ভারতে চিকিৎসা করানোর কথাসহ বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা বলে এপর্যন্ত প্রায় সাত থেকে আট বার টাকা নিয়েছে, কিন্তু পরে শুনতে পেলাম সে চিকিৎসা করাতে ভারতে যায়নি। কেন চিকিৎসা করাতে যায়নি শুনতে চাইলে জানায়, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এদিকে কয়েক দফা বলার পর রাজশাহী তার বাবার বাড়িতে যেতে রাজি হলে, লিটন রাজশাহীতে যেয়ে দেখে তার ১৮/১৯ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। ছেলেটি কার শুনতে চাইলে, তার বোনের ছেলে বলে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিয়ের আগে নাছরীন আমাকে জানিয়েছিলো সে এতিম তার কেউ নেই। বিভিন্ন স্পর্শকাতর কথা বলাই, আমি নাছরীনের প্রতি দুর্বল হয়ে তাকে স্বচোক্ষে না দেখেই এই বিয়েতে মত দিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ১৮/১৯ বছরের ছেলেটি যে তার এবং এর আগে নাছরীনের বিয়ে হয়েছিল একথা জানতে পেরে আমার মনে ঘৃনার পাত্র হয়ে যায় নাছরীন। একদিকে অন্ধ এই ভালোবাসার সাথে নাছরীনের প্রতারণা, অন্যদিকে দিনের পর দিন বিভিন্ন অজুহাতে তার লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার ফন্দি লিটনের মগজে নাড়া দেয়।

লিটন সাংবাদিকদের জানায়, একদিকে আমার সরলতার সুযোগে, অন্যদিকে ১৭/১৮ বছর বিদেশ থাকায় আমার টাকা আছে এটা ভেবেই নাছরীন মনে হয় আমাকে টার্গেট করেছিল। একথা আমি বুঝতে পারিনি। আমার এতো কিছু থাকতেও আমি একজন এতিম মেয়েকে অন্ধ ভাবে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু এই প্রতারকের ফাঁদে আর নয়। সমস্ত নিয়ম মেনে কোর্টের মাধ্যমে ডিভোর্স দিয়ে আমি মালয়েশিয়া চলে যায়। এতেও ক্ষ্যান্ত না হয়ে ডিভোর্সের দুই মাসের মধ্যে আমার চাকরি খেতে নাছরীন মালয়েশিয়া চলে যায়।

লিটন বলেন, কতোটা দুর্ধর্ষ হলে একটি মেয়ে বিদেশে যাওয়ার মত রিস্ক নিতে পারে এটা আপনাদের মাধ্যমে আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চায়। এঘটনার পর আমি থানাতে একটি জিডি করেছি। আমি বিদেশে যেয়েও নাছরীনের কাছে জীবনের নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি।

লিটনের বাবা আয়ুব হোসেন জানান, আমরা নাছরীনের ছলনায় ভুলে গিয়েছিলাম। নাছরীনের এর আগে বিয়ে হয়েছে এবং ১৮/১৯ বছরের একটি ছেলে আছে এর কোন কিছুই আমাদের জানায়নি। পরে আমার ছেলে জানতে পেরে তাকে ডিভোর্স দিয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রতারণার কথা শুনেও আমরা তাকে মেনে নিয়েছিলাম। বিভিন্ন অজুহাতে আমার ছেলের কাছ থেকে প্রায় ৫০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করেছে নাছরীন। পরে শুনতে পেলাম ডিভোর্সের পর ক্ষিপ্ত হয়ে মালয়েশিয়ায় চলে গেছে নাছরীন। আমরা এই মেয়েটির হাত থেকে বাঁচতে চাই।

মেহেরপুর বুড়িপোতা সীমান্তে প্রবাস ফেরৎ যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবতী বুড়িপোতা গ্রামে এক প্রবাস ফেরৎ যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত পরিবারের দাবি প্রতিপক্ষরা মিরাজকে হত্যার পর গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে।

আজ সোমবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে গ্রামের একটি বাগানের একটি কাঠাল গাছ মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। নিহত যুবক মিরাজ আলী বুড়িপোতা গ্রামের মৃত আওলাদ হোসেনের ছেলে।

নিহতর মা সোনাভানু বলেন, মিরাজ ৬ বছর মালয়েশিয়ায় ছিলেন। এ সময় মিরাজের স্ত্রী সাবিনার সাথে আদম ব্যবসায়ী জিয়ার সাথে গোপন সম্পর্ক ছিলো। মিরাজ দেশে ফিরার আগে স্ত্রী সাবিনা কোন কিছু না জানিয়ে জিয়ার সাথে অন্যত্র চলে যায়। আমার ধারনা আমার ছেলেকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়া বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতর পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

মামলার একজন বাদি সাহেবনগর গ্রামের গ্রামের আব্দুল মজিদ। তিনি বলেন, আমার ছেলে আব্দুস সালামকে ভাল কাজ দেবে বলে বলে মুসা কলিম ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা নেন। প্রায় ৪ মাস আগে সে মালেশিয়াতে নিয়ে একটি ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। ছেলে আমাকে গত সোমবার বিকালে (বাংলাদেশ সময়) মোবাইল ফোনে জানান, আমাদের সালাক সালাতন ক্যাম্পে পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে। অর্ধ শত যুবকদের উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর কথা হবেনা। চিন্তা করবেন না।

সাহেবনগর গ্রামের সাগরিকা খাতুন বলেন, সংসার সুখের জন্য ভিটে মাটি ও ধার দেনা করে ৫ লাখ টাকা দিয়েছিলাম আদম ব্যপারির দাল সাহবনগর গ্রামের সুরজ আলীর হাতে। আমার ছেলে শাহীন আলমকে মালেশিয়া নিয়ে একটি ক্যাম্পে প্রায় সাড়ে ৪ মাস আটকে রেখেছে। সোমবার সেখানকার ইমিগ্রেশন পুলিশ আমার ছেলেসহ প্রায় শতাধিক যুবককে উদ্ধার করেছে। এখন আর তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিনা। তিনি বলেন, হাড়াভাঙ্গা, সাহেবনগর, সহড়াতলা, কাজিপুর এলাকার প্রায় তিন শতাধিক যুবকের পরিবারে শুধু হতাশা আর কান্নার রোল।

এদিকে আদম পাচারকারী সাহেবনগর গ্রামের প্রধান আদম ব্যবসায়ী মুছা ইন্টারন্যাশনালের মালিক ইঞ্জিনয়ার মুসা কলিম, সুরজ আলী, রাজু আহমেদ, তোফাজ্জেল মাষ্টারসহ তাদের লোকজন বাড়িঘর ছেলে পলাতক রয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় আটকে থাকা ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, স্থানীয় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের কেএনএসএইচ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিক্ষক মাজেদ মাস্টার, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ওরফে ন্যাড়া, বালিয়াঘাট গ্রামের আনিসুল হক মাস্টারের ছেলে শোভন, সাহেবনগর গ্রামের সুরজ ও তার ভাই আওয়াল এবং ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমের মাধ্যমে ঢাকায় নাভিরা ও মুসাকলি এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির মাধ্যমে টাকা দিয়ে ভালো কাজের আশ্বাসে তারা মালয়েশিয়ায় আসেন।

ক্যাম্পে আটকে থাকা যুবকরা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ৪/৫ মাস আগে এখানে এসেছি। আমাদেরও এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আজকে শতাধিক যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ।

[redacted]

[redacted]

মাস্টারের হাত ধরে এলাকার ৩ শতাধিক যুবক মালেশিয়া এসেছেন। সকলের ভাগ্যে জুটেছে একই অবস্থা।

মোহাম্মদ পুর গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে জমিরুল ইসলাম মালেশিয়া গেছেন সাহেবনগর গ্রামের দালাল আব্দুল্লাহর মাধ্যমে। তার কাছ থেকে নিয়েছে ৫ লাখ টাকা। জমিরুল ইসলাম জানান, প্রায় ৫ মাস আগে মালেশিয়াতে আসলেও এখন পর্যন্ত কোনো কাজ দেয়নি। সাপ্লাই ভিসা দিয়ে এখন আটক রেখেছে এই ক্যাম্পে। আমরা এখানে মানবেতর জীবন যাপন করছি। এখানে খাওয়া নেই, পানি নেই। ছোট্ট রুমে গাঁদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে রেখেছে। কিছু বললে হত্যার হুমকি দিচ্ছে দালাল চক্র।

মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের বাহাদুর আলী বলেন, আমি গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আদম পাচারের দালাল নাড়া মেম্বরের মাধ্যমে ৫ লাখ টাকা দিয়ে মালেশিয়া এসেছি।

আমরা প্রায় ৪ মাস এই মানব ক্যাম্প আটকা পড়ে আছি। আমরা খাওয়া অবানে মারা যাবো। আবার বাড়িতেও ঋনের কিস্তি। কথা বললে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এভাবেই ৪ মাস যাবৎ দুর্বিসহ জীবন যাপন করছি আেটেক পড়া ক্যাম্পে।

শুধু, তুহিন, বাহাদুর, আনারুল, জমিরুল বা লালচাদ ইসলাম নয়, ওই ক্যাম্পে আটকা পড়ে আছে প্রায় ৩ শতাধিক যুবক। পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে জমি জমা বিক্রি, ঋণ, ধার দেনা বা কর্জ করে দালালদের মাধ্যমে হেছেন, মালয়েশিয়ায়।

একমাত্র সম্বল ভিটে মাটির বিক্রি করে তারা জনপ্রতি ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা তুলে দিয়েছেন।মালয়েশিয়া গেলেও আকামা (কাজের অনুমতিপত্র) না পাওয়ায় কর্মহীনভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা।

জানা গেছে, দালাল চক্রটি তাদেরকে অন্যত্র বিক্রি করায় কাজ না পেয়ে খাবার পানি সংকটে ভুগছেন। সেইসঙ্গে প্রতিনিয়ত দেয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকি। তাদের বন্দি থাকা এ সকল ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে।

মালয়েশিয়ায় থাকা ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, স্থানীয় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের কেএনএসএইচ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিক্ষক মাজেদ মাস্টার, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ওরফে ন্যাড়া, বালিয়াঘাট গ্রামের আনিসুল হক মাস্টারের ছেলে শোভন, সাহেবনগর গ্রামের সুরজ ও তার

এসেছে। ভুক্তভোগী সকলের পরিবারকে থানায় মামলা করতে বলা হয়েছে। এবিষয়ে কোন মামব পাচারকারীকে ছাড় দেয়া হবেনা।

ঝিনাইদহে জাতীয় প্রবাসী দিবস পালিত

‘প্রবাসীর কল্যাণ, মর্যাদা-আমাদের অঙ্গিকার, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় প্রবাসী দিবস পালিত হয়েছে।

ঝিনাইদহ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজনে আজ শনিবার সকালে ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে দিবসটির উদ্বোধন করা হয়। পরে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিন করে একই স্থান এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

টিটিসির অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) খালিদ হাসান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, ঝিনাইদহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিলকিস আফরোজ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ম্যানেজার হাসানুজ্জামান, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সহকারী পরিচালক সবিতা রানী মজুমদার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন টিটিসির জবপ্লেসমেন্ট অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

আলোচনা সভা শেষে প্রবাসীদের ৭ জন এসএসসি ও এইচএসসি পড়ুয়া সন্তানদের মাঝে ৩ লাখ ৬ হাজার টাকার উপবৃত্তির চেক বিতরণ করা হয়। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে টিটিসি প্রাঙ্গণে চাকুরী মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন কোম্পানীর স্টল দিয়ে চাকুরী প্রত্যাশীদের আবেদন গ্রহণ করে।

অধিকারের মামলা নিয়ে ইইউ রেজোলিউশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পার্লামেন্টে প্রবাসীদের চিঠি

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও অধিকারের মামলার বিষয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদে গৃহীত রেজোলিউশনের প্রতিবাদ ও তা বাতিলের জন্য চিঠি দিয়েছে ইউরোপে বসবাসরত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা নবম ইউরোপীয় সংসদের উচ্চ প্রতিনিধি জোসেপ বোরেল, ১৪ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং দা লেফট, ভার্টস/এএলই, রিনিউ, এস এন্ড ডি, পিপিই-এর প্রতিনিধি এমইপিদের কাছে চিঠি দেন।

চিঠিতে প্রবাসীরা জানান, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, বিশেষ করে অধিকারের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে যে রেজোলিউশন পাস করা হয়েছে তার জন্য তারা সকলেই ক্ষুব্ধ। “অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে এই দণ্ড প্রত্যাহার করার এবং অধিকারের নিবন্ধন পুনঃস্থাপন করার” অনুরোধ জানিয়ে যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে তারা সে বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যা তারা একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ আইনি বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন।

‘অধিকার মামলাটি’ বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কারণে করা হয়েছিল। বাংলাদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হেফাজতে ইসলাম নামের ‘ জঙ্গি সংগঠন’ দ্বারা ২০১৩ সালের ৫ মে, ধ্বংসাত্মক ইসলামিক এজেন্ডা দাবি এবং একটি সহিংস ভাঙচুর ও জনগণের অধিতার নস্যাৎ করার জঙ্গি আন্দোলন ব্যর্থ করে। এই ঘটনায় গত একই বছরের ১০ জুন অধিকার রিপোর্টে ৬১ জন নিহত হওয়ার দাবি করা হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্বাধীন সংস্থাগুলো অধিকার এর দেওয়া মৃত্যুর তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম এবং ভুল তথ্য পায়।

চিঠিতে বলা হয়, উদাহরণস্বরূপ- তালিকায় ১০ তম এন্ট্রি খালি ছিল। অধিকারের তালিকায় তিনজনের নাম নিহত হওয়ার দাবি করলেও পরে জীবিত

প্রচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। তাদের বক্তব্য মানবাধিকার প্রতিবেদনের চেয়ে রাজনৈতিক। এটি ইসলামিক জঙ্গিদের রক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছে এবং প্রগতিশীল শক্তিকে খলনায়ক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

আদিলুর খান ২০০১-২০০৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ইসলামী জোট সরকারের সময় ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সহিংস সরকার ছিল। তাদের ‘হরকাত-উল-জিহাদ’ নামের একটি তালেবান-সংযুক্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন করার ইতিহাস রয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, উগ্র ইসলামপন্থীদের সাথে তার অতীতের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে তার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র জঙ্গিবাদী ইসলামপন্থীদের পক্ষপাতমূলক নয়, অপ্রমাণিত দাবি এবং মিথ্যা যুক্তিতেও পূর্ণ। ইইউ পার্লামেন্ট স্বচ্ছ ও ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়ার পক্ষে ওকালতি করতে পারে যা অবশ্যই ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের নীতিগুলিকে সমর্থনের ভিত্তিতে হবে। এটি অবশ্যই বাংলাদেশের আইনের শাসনকে সম্মান করার, দেশের আইনি কাঠামো এবং সেই মোতাবেক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিতে হবে। একটি জাতির সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা এবং মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের পক্ষে ওকালতি করার মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা আবশ্যক।

চিঠিতে প্রবাসীরা ইইউ পার্লামেন্টকে প্রস্তাবটি পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন।

রোমানিয়ায় গিয়ে প্রতারনার শিকার মুজিবনগরে দুই যুবক; থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে ইউরোপের দেশ রোমানিয়ায় গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন সজিব মোল্লা ও দেলোয়ার

[redacted]

[redacted]